পবিত্র কোরআনে হযরত ইলিয়াস (আঃ)

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছেঃ "পবিত্র কোরআনে হযরত ইলিয়াস(আঃ)"।

اِلْيَاسْ

তাফহীমূল কুরআনের ব্যখ্যা

হযরত ইলিয়াস(আঃ) বনী ইসরাঈলের নবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কোরআন মজীদের মাত্র দু'জায়গায় তার আলোচনা এসেছে। সুরা আল আন'আমের ৮৫ নং আয়াতে এবং আস সাফ্ফাতের ১২৩থেকে ১৩২ নং আয়াত পর্যন্ত।

আধুনিক গবেষকগণ খৃষ্টপূর্ব ৮৭৫ থেকে ৮৫০ পর্যন্ত এর মধ্যবর্তী সময়টাকে তার সময় হিসাবে চিহ্নিত করেন। তিনি ছিলেন যিল'আদ এর অধিবাসী ।(প্রাচীন যুগে যিল'আদ বলা হতো বর্তমান জর্দান রাষ্ট্রের উত্তরাঞ্চলীয় জেলাগুলোর সমন্বয়ে গঠিত ইয়ারমুক নদীর দক্ষিণে অবস্থিত এলাকাকে) বাইবেলে তাকে এলিয় এলিয় তিশ্‌বী (Elijah the Tishbite) নামে উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত সুলাইমান (আঃ) এর ইন্তিকালের পর তার পুত্র রহুবা'আ'ম(Rehoboam) এর অযোগ্যতার ফলে বনি ইসরাঈল রাজ্য দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একভাগে ছিল বায়তুল মাকদীস ও দক্ষিন ফিলিস্তিন। এটি ছিল দাউদের পরিবারের অনর্ভুক্ত।

আর উত্তর ফিলিস্তিন সমন্বয়ে গঠিত দ্বিতীয় ভাগটিতে ইসরাঈল নামে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। পরে সামেরিয়া তার কেন্দ্রীয় স্থান হিসাবে গন্য হয়। যদিও উভয় রাষ্ট্রের অবস্থা ছিল দোদুল্যমান কিন্তু ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রথম থেকেই এমন মারাত্মক বিকৃতির পথে এগিয়ে চলছিল যার ফলে তার মধ্যে শিরক, মূর্তিপূজা ,জুলুম, নিপীড়ন,ফাসেকি ও চরিত্রহীনতা বেড়ে চলছিল।

এমনকি শেষ পর্যন্ত যখন ইসরাঈলের বাদশাহ আখিয়ার () সাইদা (বর্তমান লেবানন) এর রাজকন্যা ইজবেলকে বিয়ে করে। তখন এ বিকৃতি ও বিপর্যয়

চুড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যায়; এ মুশরিক রাজকন্যার সংস্পর্শে এসে আখিয়ার নিজেও মুশরিক হয়ে যায়।

সে সামেরিয়ার বা'আল এর মন্দির ও যজ্ঞবেদী নির্মাণ করে। এক আল্লাহর পরিবর্তে বা'আলের পূজার প্রচলণ করার পূর্ণ প্রচেষ্টা চালায় এবং বা'আলের নামে বলিদানের প্রচলণ করে।

এ হেন সময় হযরত ইলিয়াস(আঃ) জনসমক্ষে হাজির হন। তিনি জালআদ থেকে এসে আখিরাকে এমর্মে নোটিশ দেন যে, তোমার পাপের কারণে এখন ইসরাঈল রাজ্যে এক বিন্দুও বৃষ্টি হবে না এমনকি কুয়াশা ও শিশির পড়বে না। আল্লাহর নবীর এ উক্তি অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হলো এবং সাড়ে তিন বছর পর্যন্ত বৃষ্টি একদম বন্ধ থাকলো। শেষ পর্যন্ত আখিয়ারে হুঁশ হলো। সে হযরত ইলিয়াসের সন্ধান করে তাকে ডেকে পাঠালো।

তিনি দোয়া করার আগে ইসরাঈলের অধিবাসীদেরকে আল্লাহ ও বা'আলের মধ্যকার পার্থক্য সম্পর্কে ভালোভাবে জানিয়ে দেয়া প্রয়োজন মনে করলেন।

এ উদ্দেশ্যে তিনি হুকুম করলেন , একটি সাধারণ সমাবেশে বা'আলের পূজারীরা এসে তাদের উপাস্য দেবতার নামে বলিদান করবে এবং আমিও আল্লাহর নামে কুরবানী করবো। দু'টি কোরবানীর মধ্য থেকে মানুষের হাতে লাগানো আগুন ছাড়াই অদৃশ্য আগুন দ্বারা যেটাই ভস্মীভূত হবে তার উপাস্যের সত্যতা প্রমাণিত হয়ে যাবে। আখিয়ার এ কথা মেনে নিল।

ফলে কারমাল পর্বতে বা'আলের সাড়ে আটশো পূজারী একত্র হলো। ইসরাঈলীদের সাধারণ সমাবেশে তাদের সাথে হযরত ইলিয়াস (আঃ) এর মোকাবিলা হলো। এ মোকাবিলায় বা'আল পূজক্রা পরাজিত হলো।

হযরত ইলিয়াস(আঃ) সবার সামনে একথা প্রমাণ করে দিলেন যে বা'আল একটি মিথ্যা উপাস্য এবং আসল উপাস্য হচ্ছেন সেই এক ও একক উপাস্য যার পক্ষ থেকে তিনি নবী নিযুক্ত হয়েছেন।

এরপর ইলিয়াস সে জনসমাবেশে বা'আলের পূজারীদের হত্যা করান এবং তারপর বৃষ্টির জন্য দোয়া করেন। দোয়া সঙ্গে সঙ্গেই কবুল হয়ে যায় এবং সমগ্র ইসরাঈলী রাজ্যে প্রবল বৃষ্টিপাত হয়।

কিন্তু এসব মু'জিযা দেখেও স্ত্রৈন আখিয়াব তার মূর্তিপূজক স্ত্রীর গোলামী থাকে বের হয়ে আসেনি। তার স্ত্রী ইজবেল হযরত ইলিয়াসের দুশমন হয়ে গেলো এবং সে কসম খেয়ে বসলো, যেভাবে বা'আলের পূজারীদের হত্যা করা হয়েছে ঠিক অনুরূপভাবে হযরত ইলিয়াস(আঃ)কেও হত্যা করা হবে। এ অবস্থায় হযরত ইলিয়াসকে দেশ ত্যাগ করতে হলো। কয়েক বছর তিনি সিনাই পাহাড়ের পাদদেশে

আশ্রয় নিলেন। এ সময় তিনি আল্লাহর কাছে যে ফরিয়াদ করেছিলেন বাইবেলে তা এভাবে উদ্‌ধৃত হয়েছে।

" আমি বাহিনী গণের ঈশ্বর সদা প্রভূর পক্ষে অতিশয় উদ্যোগী হইয়াছি; কেননা ইসরায়েল সন্তানগণ তোমার নিয়ম ত্যাগ করিয়াছে , তোমার যজ্ঞবেদী সকল উৎপাটন করিয়াছে ও তোমার ভাববাদীগণকে খড়গ দ্বারা বধ করিয়াছেঃ আর কেবল আমি, কেবল একা আমিই অবশিষ্ট রহিলাম, আর তাহারা আমার প্রাণ লইতে চেষ্টা করিতেছে।"

[১- রাজাবলি ১৯ঃ ১০]

এ সময়ই বায়তুল মাকদিসের ইহুদী শাসক ইয়াহুরাম( ) ইসরাঈলের বাদশাহ আখিয়াবের মেয়েকে বিয়ে করলো এবং ইতিপূর্বে ইসরাঈলে যে সব বিকৃতি বিস্তার লাভ করেছিলো এ মুশরিক শাহজাদীর প্রভাবে ইয়াহুদিয়া রাষ্ট্রেও তা ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। হযরত ইলিয়াস এখানেও নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন করলেন এবং ইয়াহুরামকে একটি পত্র লিখলেন। বাইবেলে এ পত্র এভাবে উদ্‌ধৃত হয়েছে।

"তোমার পিতা দায়ুদের ইশ্বর সদা প্রভূ এইভাবে একথা কহেন, তুমি আপন পিতা যোহশোফটের পথে ও যিহুদা-রাজ আসার পথে গমন কর নাই; কিন্তু ইসরাঈল রাজাদের পথে গমন করিয়াছ এবং আহাব-কুলের ক্রিয়ানুসারে যিহুদাকে ও যিরূশালেম নিবাসীদিগকে ব্যভিচার করাইয়াছ; আরও তোমা হইতে উত্তম যে তোমার পিতৃকূলজাত ভ্রাতৃগণ তাহাদিগকে বধ করিয়াছ; এই কারণ দেখ, সদা প্রভূ

তোমার প্রজাদিগকে ,তোমার সন্তানদিগকে , তোমার ভার্য্যাদিগকে,ও তোমার সমস্ত সম্পত্তি মহাঘাতে আহত করিবেন। আর তুমি অন্ত্রের পীড়ায় অতিশয় পীড়িত হইবে, এবং শেষে সেই পীড়ায় তোমার অন্ত্র দিন দিন বাহির হইয়া পড়িবে।

[২-রাজাবলী ২১ঃ ১২-১৫]

এ পত্রে হযরত ইলিয়াস যা কিছু বলেছিলেন তা পূর্ণ হলো। প্রথমে ইয়াহুরামের রাজ্য বহিরাগত আক্রমণকারীদের দ্বারা বিধ্বস্ত হলো এবং তার স্ত্রীদেরকে পর্যন্ত শত্রুরা পাকড়াও করে নিয়ে গেল । তারপর সে নিজে অন্ত্র রোগে মারা গেলো।

কয়েক বছর পর হযরত ইলিয়াস আবার ইসরাঈলে পৌছে গেলেন। তিনি আখিয়াব ও তার পুত্র আখ্যিয়াহকে সত্য সঠিক পথে আনার জন্য লাগাতার প্রচেষ্টা চালালেন। কিন্তু সামেরিয়ার রাজ পরিবারে যে পাপ একবার জেঁকে বসেছিল তা আর কোনভাবেই বের হলো না। শেষে হযরত ইলিয়াসের বদ দোয়ায় আখিয়ারের পরিবার ধ্বংস হয়ে গেল এবং তারপর আল্লাহ তার নবীকে উঠিয়ে নিলেন ।

[১-রাজাবলী, অধ্যায় ১৭, ১৮, ১৯, ২১

২- রাজাবলী,অধ্যায় ১, ২

২- বংশাবলী, অধ্যায় ২১]

বা'আল এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে প্রভু ,সরদার, মালিক। স্বামির প্রতিশব্দ হিসাবেও এ শব্দটি বলা হতো এবং কোরআনের বিভিন্ন স্থানে এ শব্দটি স্বামির অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বা'আলের পূজা ব্যপকভাবে বনি ইসরাঈলদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল, বিশেষ করে মুসর ও তার ১ম খলিফা ইউশ বিন নূনের ইন্তেকালের পর পরই বনি ইসরাঈলের মধ্যে এ নৈতিক ও ধর্মীয় অবক্ষয়ের সূচনা হয়ে গিয়েছিল।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃসুরা আল আন'আম

১। সুরা ৬ আন'আম, আয়াতঃ ৮৫

وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ (85)

আর যাকারিয়া (আঃ), ইয়াহ্ইয়া(আঃ), ঈসা(আঃ), ও ইলিয়াস (আঃ) তারা প্রত্যেকেই সৎ লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

২। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আস সাফফাত

সুরা ৩৭ আস সাফফাত, আয়াতঃ১২৩

وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (123)

ইলিয়াসও(আঃ) ছিল রসুলদের একজন।

৩। সুরা ৩৭ আস সাফফাত, আয়াতঃ১২৪

إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ (124)

স্মরণ কর, যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিলঃ তোমরা কী আল্লাহকে ভয় করবে না?

৪। সুরা ৩৭ আস সাফফাত, আয়াতঃ১২৫

أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ (125)

তোমরা কি বা'আল দেব মূর্তিকে ডাকবে এবং পরিত্যাগ করবে সর্বোত্তম স্রোষ্টাকে?

৫। সুরা ৩৭ আস সাফফাত, আয়াতঃ১২৬

اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ (126)

আল্লাহ যিনি প্রতিপালক তোমাদের এবং প্রতিপালক তোমাদের পূর্ব পুরুষদের।

৬। সুরা ৩৭ আস সাফফাত, আয়াতঃ১২৭

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ (127)

তখন তারা তাকে (ইলিয়াসকে) মিথ্যাবাদী বলেছিল, কাজেই তাদেরকে অবশ্যই শাস্তির জন্যে উপস্থিত করা হবে।

৭। সুরা ৩৭ আস সাফফাত, আয়াতঃ১২৮

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (128)

তবে আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দাদের কথা ভিন্ন।

৮। সুরা ৩৭ আস সাফফাত, আয়াতঃ১২৯

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ (129)

আমি তাকে পরবর্তীদের স্মরনে রেখেছি।

৯। সুরা ৩৭ আস সাফফাত, আয়াতঃ১৩০

سَلَامٌ عَلَىٰ إِلْ يَاسِينَ (130)

ইলিয়াস(আঃ) এর উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

১০। সুরা ৩৭ আস সাফফাত, আয়াতঃ১৩১

إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (131)

এভাবে আমি সৎকর্মশীলদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি।

১১। সুরা ৩৭ আস সাফফাত, আয়াতঃ১৩২

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (132)

সে ছিল আমার মু'মিন বান্দাদের অন্যতম।

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আল্লাহ এক অদ্বিতীয়।তার দাসত্ব ও বন্দেগী করার জন্যই জিন ও মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছে। আমরা এক আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করলে সেটা হবে কবীরা গুনাহ। শিরকের গুনাহ আল্লাহ মাফ করবেন না। মুশরিকদের পরিণতি আখেরাতে ভয়াবহ এবং মুশরিকদের জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত করা হবে। এবং সেটা হবে মুশরিকদের চিরস্থায়ী বাসস্থান। আসুন আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, হে পরমদয়ালু মেহেরবান আল্লাহ আমাদের ভূল-ত্রুটি ক্ষমা করে দিন। আমাদেরকে বিচারের দিনে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করুন। হে আল্লাহ আপনার কাছেই আমরা আশ্রয় চাই। এবং সাহায্য প্রার্থনা করি। আপনি আমাদের সহায় হোন।

আমীন।

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয় বারাকাতুহু।